বিলম্বিত হতে পারে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , শনিবার, ১২ অক্টোবর ২০১৯

নতুন পদ্ধতির প্রশ্নপত্র নিয়ে পরিক্ষার্থীদের মাঝে কিছু শঙ্কা থাকলেও অভিযোগবিহীন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের মেডিকেল (এমবিবিএস) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্য বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করা হলেও এবার ভিন্ন পদ্ধতিতে ও ভিন্ন মেশিনে উত্তর ও প্রশ্নপত্র উভয়ই পরীক্ষা করে ফলাফল প্রকাশে কিছুটা দেরি হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত একযোগে রাজধানীসহ সারাদেশের ১৯টি কেন্দ্রের ৩২টি ভেন্যুতে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল

কলেজের এমবিবিএস প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬টি সরকারি এবং ৭০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মোট আসনসংখ্যা ১০ হাজার ৪০৪। এবারের পরীক্ষায় অংশ নেন মোট ৭২ হাজার ৯২৮ ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী। এরমধ্যে এবার ঢাকা মহানগরের পাঁচটি কেন্দ্রের ১১টি ভেন্যুতে ৩৫ হাজার ৯৮৫ জন

এবং ঢাকার বাইরে ১৫টি জেলায় ৩৬ হাজার ৯৪৩ জন পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। গত বছরের তুলনায় এবার সাত হাজার ৯ জন বেশি।

এমবিবিএস প্রথম বর্ষ ভর্তির জন্য মোট ৩০০ নম্বরের মধ্যে ২০০ একাডেমিক (এসএসসি ও এইচএসসি) ফলাফল এবং ১০০ নাম্বার ১০০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পরিক্ষা নেয়া হয়। তবে দ্বিতীয়বারের পরিক্ষার্থী হলে ১০০ নাম্বার পরীক্ষা থেকে নম্বর কাটার শর্তও রয়েছে। পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় ২০, রসায়নে ২৫, জীববিজ্ঞানে ৩০, ইংরেজিতে ১৫ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানে ১০ নম্বর ছিল।

তেজগাঁও কলেজে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থী আশরাফুন্নাহার নাদিয়া বলেন, নতুন পদ্ধতির প্রশ্নপত্র নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর দুশ্চিন্তা কেটে যায়। এবারের ভর্তি পরিক্ষা কিছুটা সহজ হয়েছে বলেও জানান এই শিক্ষার্থী।

এদিকে, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কোন ধরনের অভিযোগ ছাড়া সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। তিনি আরও বলেন, নতুন পদ্ধতির প্রশ্নপত্র (দুই পৃষ্ঠায় প্রশ্নপত্র ও উত্তর) নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় থাকলেও দেশের কোন কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে কোন ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস

বা নকল প্রশ্নপত্র পাওয়ার খবর পাওয়া যায়ান বলেও জানান তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্র জানায়, অন্য বছর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করা হলেও এবার ফলাফল প্রকাশ কিছুটা বিলম্ব হবে। বিগত বছরগুলোতে অপটিক্যাল মার্ক রিকগনেশন (ওএমআর) মেশিনে শুধুমাত্র উত্তরপত্র হত। কিন্তু এবার প্রশ্ন ও উত্তরপত্র দুটোই ইন্টিলিজেন্স ক্যারেকটার রিকগনেশন (আইসিআর) নামক মেশিনে দেখা হবে। এ কারণে ফল প্রকাশ অন্যবারের তুলনায় দ্বিগুণ সময় লাগার সম্ভবনা রয়েছে।